JESUS 316

যীশু কে?

যীশু কে? বাইবেল এই প্রশ্নের কেবল মাত্র সঠিক উত্তর প্রদান করে। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, *"ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী,"* ২ তীমথিয়ে ৩:১৬। ঈশ্বর, আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাইবেল লিখেছেন তাঁর নিঃশ্বাস দ্বারা, এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, অনন্ত অতীত কাল থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত যীশু হলেন ঈশ্বর। যীশু হলেন, *"আল্ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্,"* প্রকাশিত বাক্য ১:৮। যীশুকে বাইবেল ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, মহান মেষপালক, প্রভু, মুক্তিদাতা, ঈশ্বরের মেষশাবক, প্রভুদের প্রভু, রাজাদের রাজা, ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর), পরিত্রাতা, মহাযাজক, এবং পুনরুত্থান ও জীবন রূপে চিহ্নিত করে।

যীশু হলেন সৃষ্টিকর্তা। *"আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা,"* যোহন ১:১-১৪ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। *"তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে,"* কলসীয় ১:১৬-১৭ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

যীশু হলেন "আমি আছি।" যীশু হলেন সদাপ্রভুর দূত, যিনি যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ১,৪৫০ সাল) জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে থেকে মোশিকে ডেকেছিলেন, আর নিজেকে মহান "আমি আছি" রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। যোহন ৮ অধ্যায়ে যীশু নিজেকে সেই মহান "আমি আছি" রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, যিনি অব্রাহামের (খ্রীষ্টপূর্ব ২,১০০ সালের) পূর্বে এবং যিহূদী প্রজাদের পূর্বে ছিলেন। যিহূদীরা এটিকে দেখেছিল যীশুর দ্বারা নিজেকে ঈশ্বর রূপে দাবি করা রূপে, আর তাই যীশুকে বধ করার জন্য তারা পাথর তুলে নিয়েছিল। যীশু বললেন, *"আমি ও পিতা, আমরা এক, যিহূদীরা আবার তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল"* যোহন ১০:৩০-৩১।

যীশু আছেন পুরাতন নিয়মে। কেউ কখনো পিতা ঈশ্বরকে দেখে নি, যোহন ১:১৮, ৬:৪৬। অবশ্য, যীশু দেহ ধারণ করার পূর্বে, বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে, পুরাতন নিয়মের সময়ে বহু মানুষের কাছে দর্শন দিয়েছিলেন। আদিপুস্তক ১৬ এবং ২১ অধ্যায়ে সদাপ্রভুর দূত রূপে যীশু হাগারকে দর্শন দিয়েছিলেন, যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে দর্শন দিয়েছিলেন মোশিকে, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ৬ অধ্যায়ে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন গিদিয়োনকে, এবং বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ ১৩ অধ্যায়ে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন শিমশোনের মাতা পিতাকে। আদিপুস্তক ১৮ ও ২২ অধ্যায়ে তিনি অব্রাহামের সম্মুখেও আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর আদিপুস্তক ৩১ এবং ৩২ অধ্যায়ে যীশু যাকোবকে দর্শন দিয়েছিলেন। এবং (খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৭০০ সালের লেখাতে) যিশাইয় ৪৮:১২-১৯-এ যীশুকে ত্রিত্বের একজন রূপে উল্লেখ করা হয়েছিল।

যীশু ছিলেন প্রত্যাশিত ব্যক্তি। যীশুর জন্মের শত শত বৎসর পূর্বে, পুরাতন নিয়মে ৩০০ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভাববাণী, যীশুর জন্ম এবং মৃত্যুর বর্ণনা করেছিল। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ের সেই সকল ভাববাণীর অনেকগুলি যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার নৃশংস দৃশ্যের বর্ণনা করেছিল (যেটি লেখা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১,০০০ সালে, যখন পাথর মারা ছিল প্রাণদণ্ডের পদ্ধতি)। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ের সেই সকল ভাববাণীর পূর্ণতা প্রাপ্ত নথিভুক্ত করা আছে মথি ২৭ অধ্যায়ে।

যীশু হয়ে গেলেন ঈশ্বর-মানব। যিশাইয় ভাববাদী এই ভাববাণী করেছিলেন *"কারণ একটী বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটী পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে,"* যিশাইয় ৯:৬। যিশাইয় এনাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রূপে উল্লেখ করেছেন। এই অনন্তকালীন পুত্রকে দেওয়া হয়েছিল এক বালক রূপে, যার জন্ম হয়েছিল বৈৎলেহমে। যীশু তাঁর জন্মের পূর্ব থেকে – অনন্ত অতীত থেকে অস্তিত্বে ছিলেন। "ঈশ্বরের পুত্র" পদমর্যাদাটি, তাঁর জন্ম অপেক্ষা তাঁর পদমর্যাদাকে বর্ণনা করে। এটি এই অর্থ করে না যে বৈৎলেহমে তাঁর জন্মের মাধ্যমে তিনি অস্তিত্বে এসেছিলেন। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, *"খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন,"* ফিলিপীয় ২:৫-৮। যীশু পূর্ণ ঈশ্বর থাকার সময়, পূর্ণ মানব হলেন। অনন্তকালীন, আদি থেকে অস্তিত্বে থাকা যীশু, একজন মানব হওয়ার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন, যোহন ৩:১৩, ৩১, যোহন ৬:৩৩-৩৮। যীশু ছিলেন একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং মানব।

যীশু অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তাঁর বহু অলৌকিক কাজের বিবরণ পাওয়া যায় নূতন নিয়মে। তাঁর নাটকীয় কাজের সঙ্গে তিনটি দাবি যুক্ত ছিল। তিনি ৫,০০০ মানুষকে অলৌকিক ভাবে আহার দিয়েছিলেন এবং তারপর তিনি বলেছিলেন *"আমিই সেই জীবন-খাদ্য,"* যোহন ৬:৩৫। তিনি এই কথা বলে একজন অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন *"আমি যখন জগতে আছি, তখন জগতের জ্যোতি রহিয়াছি,"* যোহন ৯:১-৮। আর তিনি বলেছিলেন, *"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে,"* (যোহন ১১:২৫)। তারপর যীশু তাঁর বন্ধু লাসারের সমাধির কাছে হেঁটে গিয়েছিলেন, যে লাসার তখন চার দিনের মৃত ব্যক্তি ছিল, আর যীশু তাকে ডেকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। যীশু সুস্থ্য করেছিলেন রোগীদের, খঞ্জদের, বধীরদের, বোবাদের, কুষ্ঠীদের এবং ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন এবং জলের উপরে হেঁটেছিলেন আর সমুদ্রের ঝড়কে শান্ত করে দিয়েছিলেন। মথি ৯:২-৭ পদ সেই সকল মানুষদের কথা বলে, যারা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল।

যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলেছিলেন, *"বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।"* ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিলেন যে যীশু ঈশ্বর নিন্দা করছিলেন, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যীশু তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *"কোন্‌টা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য — তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন — উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। তখন সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল।"*

যীশু প্রমাণ করলেন যে তিনি ঈশ্বর। যীশু তাঁর জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন। তিনি বহু অলৌকিক কাজ করেছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর। তিনি ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন, *"যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায় নয়,"* (মথি ৭:২৮-২৯। এবং তিনি এক নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন, ইব্রীয় ৪:১৫, ১ পিতর ২:২২, ১ যোহন ৩:৫। আমাদের পাপের জন্য নিষ্পাপ ঈশ্বর–মানব রূপে ক্রুশে বলি উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য যীশু হয়ে গিয়েছিলেন নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক। *"তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজে দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই,"* ১ পিতর ২:২৪।

যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন এবং মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন। *"তোমরা ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ,"* ১ পিতর ১:১৮-১৯। *"আবার লোকে তাঁহাকে গাছে টাঙ্গাইয়া বধ করিল। তাঁহাকে ঈশ্বর তৃতীয় দিবসে উঠাইলেন, এবং প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন। তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়,"* প্রেরিত ১০:৩৯-৪০, ৪৩। *"ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন,"* ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪। যীশু সমাধি থেকে উত্থাপিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বর্গে আরোহণের পূর্বে বহু মানুষ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিল।

যীশু হলেন পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। যীশু বললেন, *"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না,"* যোহন ১৪:৬। প্রেরিত পৌল বলেছেন, *"আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে,"* প্রেরিত ৪:১২। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, *"কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথাসময়ে দাতব্য,"* ১ তীমথিয়ে ২:৫-৬। পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য যীশুর পথটি হল অন্যান্য সকল পথ অপেক্ষা ভিন্ন। অন্য কোন ধর্ম আমাদের পাপের সমস্যার কোন সমাধান দেয় না। অন্যান্য ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, ভাল এবং মন্দ কাজ সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা অনুসারে, আপনি যদি সাধারণ ভাবে ভাল কাজ করতে থাকেন, তাহলে তাদের দেবতারা হয়তো আপনার পাপকে উপেক্ষা করতে পারে এবং আপনাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিতে পারে। পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য যীশুর পথ হল, যীশুকে বিশ্বাস করলে, তাঁর ক্রুশের উপরে আপনার পাপের মূল্য চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আপনার সকল পাপের ক্ষমা করা হয়। আপনার পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে আপনি যীশুর সঙ্গে স্বর্গে চলে যান। *"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়,"* যোহন ৩:১৬।

যীশু পুনরায় ফিরে আসবেন। যীশু বলেছেন, *"আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক,"* যোহন ১৪:২-৩। এবং বাইবেলের শেষ বাক্যে যীশু বলেছেন, *"যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি শীঘ্র আসিতেছি। আমেন; প্রভু যীশু, আইস,"* প্রকাশিত বাক্য ২২:২০-২১। যীশু যদি পুনরায় আজই ফিরে আসেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত থাকবেন? যীশুকে বিশ্বাস করে এবং আপনার পাপের ক্ষমা পেয়ে আপনি যে যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত আছেন সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখানে যান www.Gospel316.org।

অনন্ত অতীত কাল থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল পর্যন্ত যীশু হলেন ঈশ্বর।

যীশুর নাম শুনে আশ্চর্য হয়ে হতবাক হয়ে যান!

জন ডি মরিস খ্রী দ্বারা লেখা *যীশু কে?* © ২০২৫ প্রকাশিত হয়েছে অ্যাক্টস্ ওয়ান এইট দ্বারা। আপনি এটি বিনামূল্যে ছাপাতে পারেন, অনুলিপি করতে পারেন, পোস্ট করতে পারেন অথবা এই সম্পূর্ণ উক্তি অন্তর্ভুক্ত করে, এর কোন পরিবর্তন না করে এই বিষয়বস্তু মেসেজ করে পাঠাতে পারেন। আপনি আপনার পরিচর্যার অথবা মণ্ডলীর নাম, পরিচিতি চিহ্ন (লোগো) পৃষ্ঠা একের উপরি ভাগে দিতে পারেন এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মোটা লাইনের নীচে আপনি আপনার যোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত করতে পারেন। Jesus316 এর ভিত্তি হল কেবল মাত্র বাইবেল। এটি আছে যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতে, এবং তারপর যীশুর শিষ্য হওয়ার দিকে বৃদ্ধি পেতে মানুষদের সাহায্য করার জন্য। (যদি সম্ভব হয় তাহলে) আপনি অ্যাক্টস্ ওয়ান এইট -কে Hello@Mail316.org এখানে ইমেল করে পাঠাতে পারেন। ইংরাজি ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় www.ChristianLingua.com. দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। বিনামূল্যে, ৪৮টি ভাষায় *যীশু কে?* পাওয়া যাবে www.Jesus316.org. এখানে। বাইবেলের ইংরাজি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে লকম্যান ফাউন্ডেসনস নিউ অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড বাইবেল ১৯৯৫ থেকে। বাইবেলের এই বাংলা অনুবাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে পবিত্র বাইবেল, বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ও ভি বাইবেল থেকে।